শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

India ECHOES

ONE WORLD ONE HUMANITY

একদিনের বিশেষ ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক সমাবেশ

আগষ্ট ১৫, ২০১২, মানাপাক্কাম, চেন্নাই

১১ আগষ্ট, ২০১২ গুরুদেব ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, মানাপাক্কাম, চেন্নাইতে ১৫ আগষ্ট মিশনের কার্যকরী সমিতির এক বিশেষ সভা আহ্বান করতে বললেন। পরের দিন সন্ধ্যায় মানাপাক্কাম আশ্রমের প্রবন্ধককে ডেকে ঐ একই দিনে আশ্রমে একদিনের এক বিশেষ আধ্যাত্মিক সমাবেশের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। 'সহজ সন্দেশে'র মাধ্যমে সকল অভ্যাসীকে সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটা চিঠির বয়ান বলে দিলেন। এটা অভ্যাসীদের এক অতি বিশেষ সাধারণ সভা। সকাল ৬.৩০মিনিট, ১১টা ও বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ৩টি সৎসঙ্গের পরিকল্পনা ছিল।

মূত্রনালী ও অন্ত্রে সংক্রমণের কারণে ৫ জুলাই থেকে গুরুদেবের কষ্টকর চিকিৎসা চলছিল এবং তিনি মুখ বুজে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। মিশনের অভ্যাসীদের কাছে সেটা ছিল বিশেষ উদ্বেগের কারণ। স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ না করায় তাঁর ওজন বেশ কমে গিয়েছিল এবং তিনি জীবনে এই প্রথম দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক সমাবেশের আহ্বানে বিশ্বের সমস্ত অভ্যাসী হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুদিনের মধ্যে ২১ হাজার অভ্যাসী মানাপাক্কামে হাজির হয়েছিলেন।

"আমার ডাকে আপনাদের আন্তরিক সাড়া আমাকে অভিভূত করেছে; আর এটা ইঙ্গিত দেয়, প্রিয় বাবুজী মহারাজ 'হুইস্পার ...'এ বার বার যা লিখেছেন তা সত্যি। তিনি বলেছেন, প্রকৃত সত্যের কাছে হৃদয় উন্মোচিত হতে শুরু করেছে; মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন অনেক বেশী করে চাইছে; আরও অধিক দায়বদ্ধ হতে ইচ্ছুক, তাই নিজেদের আরও অনেক আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গীকৃত করছে। এটা খুবই ভালো লক্ষণ"।

১৫ আগষ্ট, ২০১২
মানাপাক্কাম, চেন্নাই

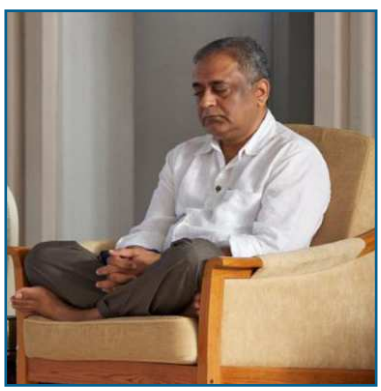

১১ তারিখের ঠিক আগের দিন গুরুদেবের PET /CT স্ক্যান হল। কোনরকম সংক্রমণ নেই জানা গেল। খুব ভালো খবর। ডাক্তাররাও খুশী। গুরুদেব তামাশা করে বললেন, "স্ক্যান দেখাচ্ছে আমার কোন সমস্যা নেই; তাহলে ডাক্তাররা আমাকে ওষুধ দিচ্ছে কেন?" ঘরে উপস্থিত সকলে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

যে মুহূর্তে আধ্যাত্মিক সমাবেশ সম্পর্কে ঘোষণা হল, পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। মাত্র ৩ দিন হাতে। ব্যাঙ্গালোরের নির্ভরযোগ্য মিঃ ফ্রান্সিসকে জিনিসপত্র ও দলবল নিয়ে হাজির হতে বলা হল। তিনি ছিলেন তিরুপুরের আধ্যাত্মিক সমাবেশের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ। তিরুপুরের স্বেচ্ছাসেবীরা চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ ক'রে পরের দিনগুলোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্রত্যাশিত ১০ থেকে ১৫ হাজার অভ্যাসীর থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। সারা আশ্রমটা তাঁবু সামিয়ানায় ঢেকে গেল। ধ্যান কক্ষের উভয় পার্শ্বে প্রায় ২৫,০০০ বর্গফুট এলাকায় ৪টে তাঁবু খাটানো হল এবং আর একটা প্রায় ৩০,০০০ বর্গফুট এলাকায় সামিয়ানা খাটানো হল থাকার জন্য।

স্থান সঙ্কুলান একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আশ্রমের কাছাকছি যে সমস্ত অভ্যাসীর বাড়ী ছিল তার দরজা খুলে দেওয়া হল আগত অভ্যাসীদের থাকার জন্য। ভাগাভাগি করে নেওয়া ও একসঙ্গে থাকার মাধ্যমেই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব অনুভূত হল। আশ্রম ও অভ্যাসীদের বাড়ী ছাড়াও ওমেগা স্কুল প্রায় ১৫০০ অভ্যাসীর এবং নিকটবর্তী চার্চের সুসজ্জিত কল্যান মণ্ডপে ৯০০ অভ্যাসীর থাকার ব্যবস্থা করা গেল। মোটের উপর থাকা–খাওয়ার ব্যাপারটা ভালোভাবেই ব্যবস্থা করা সম্ভব হল।

গুরুদেবের ইচ্ছে অনুযায়ী ১৪ আগষ্ট রাত্রিতেই ধ্যানকক্ষ, গুরুদেবের কুটির, বাবুজী মণ্ডপ, রুচি কাফে, আশ্রমের প্রবেশপথ অর্থাৎ আশ্রমের সমস্তটাই ফুল, আলো ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সাজানো হল। গুরুদেবের কানে গেল আশ্রমকে সুন্দর দেখাচ্ছে এবং দলে দলে অভ্যাসীরা আসছেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি হুইল্ চেয়ারে করে একপাক ঘুরে আসতে চাইলেন। প্রথমে কুটিরের বারান্দায় তাঁকে আনার জন্য তিনি ডাক্তারদের বললেন। বাবুজীর মণ্ডপের আলোকসজ্জা দেখে সেখানে নিয়ে যেতে বললেন। ফিরে আসার সময় হাত তুলে কটেজের প্রধান দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেখান থেকে তিনি ধ্যানকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন কেবল তার সাজ–সজ্জা দেখার জন্য।

নবনির্মিত ঢালু পথ ধরে ধ্যান কক্ষে প্রবেশ করে তিনি স্টেজে গিয়ে গোটা ধ্যানকক্ষ পরিদর্শন করলেন। তখন রাত ৮ টা। সেখানে কর্মরত অভ্যাসীরা গুরুদেবকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সীলিং থেকে ঝালর ঝুলিয়ে সম্পূর্ণ ধ্যানকক্ষ সাজানো হয়েছিল। ফুল দিয়ে সাজানো রোমান ধাঁচের স্তম্ভের মাথার উপর ঝালরগুলো ঝুলছিল। গুরুদেব কুটিরে ফিরে এলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে একটা জ্যোতি সকলে লক্ষ্য করলেন।

অভ্যাসীরা বহুসংখ্যায় আশ্রমে আসতে লাগলেন। সর্বত্রই অভ্যাসী। কোন স্থানই ফাঁকা নেই। কেউই বোধহয় সারারাত্রি ঘুমায়নি। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করার যে এই ভীড়ে ভর্তি পরিবেশে কোথাও কোন গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা নেই; সর্বত্রই শৃঙ্খলা ও শান্ত পরিবেশ। সর্বত্রই প্রসারিত ছিল সাহায্যের হাত। ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল পরিচালিত সকাল ৬.৩০ মিনিটের সৎসঙ্গ একঘন্টা ধরে হল। সৎসঙ্গের পর অভ্যাসীরা যখন ধ্যনকক্ষের বাইরে আসছিলেন, তা একটা দেখার মত দৃশ্য। শান্ত ভাব ও আত্মশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল এবং কোন অভ্যাসীই ছন্দপতন ঘটাননি; আর গুরুদেবকে দেখতে কটেজে যাবার চেষ্টাও কেউ করেননি।

ঘোষণা করা হল, সকাল ৯.৩০ মিনিটে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে আসবেন। সকল অভ্যাসীকে সেই সময় উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হল। সেটাই দিনের পরম আকাঙ্খিত ঘটনা। বেলা সাড়ে দশটার সময় হুইল্ চেয়ারে বসে অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ গুরুদেব এলেন। সাম্প্রতিক অসুস্থতা তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর গভীর ছাপ ফেলেছে এবং তাঁকে মনে হোল খুবই দুর্বল। প্রতি কথা ও নড়াচড়া তাঁর শরীরের পক্ষে কষ্টদায়ক। তাঁর স্বাস্থ সম্পর্কে দীর্ঘ উদ্বেগের পর অধিকাংশ উপস্থিত অভ্যাসী তাঁকে সামনা সামনি দেখে খুশী হলেন। তাঁর বর্তমান অসুস্থতা সম্পর্কে ও তা কতটা তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তা গুরুদেব সকলকে বললেন। তিনি বললেন যে, তিনি মিশনের সভাপতির পদ থেকে অবসর নিতে চান এবং ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে সেই পদে নিয়োগ করতে চান। কার্যকরী সমিতির সদস্যরা রাজী কিনা জানতে চাইলেন। কিন্তু সদস্যরা বিকল্প প্রস্তাব রাখলেন যে, গুরুদেব সভাপতি হিসাবেই থাকবেন এবং ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল সহ–সভাপতি হবেন। গুরুদেব সমবেত সকলের মত জানতে চাইলেন এবং সকলে জোরালো ভাবে তা সমর্থন করলেন। গুরুদেব বললেন, সভাপতির ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব সহ–সভাপতি পালন করবেন গুরুদেবের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে। এরপর গুরুদেব ১৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত সিটিং দিয়ে কুটিরে ফিরে গেলেন। সন্ধ্যাবেলার সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল। তার আগে মিশনের সম্পাদক ও যুগ্ম–সম্পাদক সকালের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে মিশনের সহ–সভাপতির পদে নিয়োগের

ব্যাপারে কার্যকরী সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় পাঠ করে শোনানো হল। সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল বক্তৃতা দিলেন এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বললেন। একটা হল মিশনের কাজ করতে বা মিশনের সেবা করার জন্য কোন পদ বা উপাধির দরকার নেই। আর একটা হল, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'ঐক্য ও সংহতি' একান্ত প্রয়োজন এবং তা মিশনের ভাই বোনেদের মধ্যে বজায় রাখতে হবে যে কোন মূল্যে ও যে কোন পরিস্থিতিতে। ভ্রাঃ কমলেশ জানালেন, এই আধ্যাত্মিক সমাবেশে একুশ হাজার অভ্যাসী সমবেত হয়েছেন জেনে গুরুদেব খুব খুশী। গুরুদেব অভিভূত হয়ে বলেছেন, "মাত্র দুদিনের মধ্যে এতো অভ্যাসী এসেছেন...আরে! এরা তো সব আমার...!"

সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অভ্যাসীরা চলে যেতে শুরু করলেন। আশ্রমের বাইরে প্রধান সড়কে গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা করাই একটা বড় সমস্যা হয়েছিল। পদত্যাগের ইচ্ছা ত্যাগ করে গুরুদেব সর্বোচ্চ পদে থেকে যেতে সম্মত হওয়ায় সমস্ত অভ্যাসী স্বস্তি পেলেন। একই সাথে তাঁর মনোনীত উত্তরসূরীর উপর প্রশাসনের গুরুভারের অনেকখানি চাপিয়ে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন।

"স্মৃতি প্রেমিককে প্রিয়জনের কাছে নিয়ে আসে। এই ঘনিষ্টতার কোন সীমা নেই। যত বেশী ভালোবাসা বা ঘনিষ্টতা তত বেশী তাঁর (ঈশ্বর) দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই আত্মীয়তা আমরা পাই উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর (ঈশ্বর) সন্নিকটবর্তী হওয়ার সাধনা আমাদেরই করতে হবে।"

বাবুজী মহারাজ লিখিত 'কম্প্লিট ওয়ার্কস্ অব্ রামচন্দ্র, ভালুম ১' পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে গৃহীত।

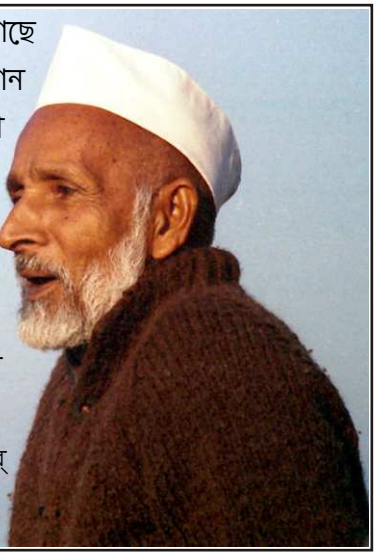

গুরুদেবের প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবার, ২১ জুন, ২০১২

গুরুদেব গায়ত্রীতে ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর জন্মদিন পালিত হবে তিরুপুরে। এটা বাস্তবিক এক আনন্দ সংবাদ। গুরুদেব বাবুজীর কাছ থেকে ২০১১ জুলাই এ দুটি বার্তা পেয়েছিলেন; এরকম উৎসবে সম্মিলিত হওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া এবং বছরের পর বছর এই উৎসব পালন করা। এই বার্তা লাভ করে গুরুদেব সিধান্ত নিলেন, উৎসব হবে এবং তিরুপুরেই হবে। তাঁর একটা চিন্তার বিষয় ছিল যে, এই উৎসবে যোগ দিতে অভ্যাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করতে হবে রাহা খরচের জন্য। তিনি নির্দেশ দিলেন, উৎসবে কোন রকম প্রস্তাবিত অনুদান ধার্য করা হবে না, ওটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক হবে।

শুক্রবার, ২২ জুন, ২০১২

গুরুদেব আশ্রমে এলেন এবং বিশাখাপত্নম ও অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যান্য কেন্দ্র থেকে আগত বহুসংখ্যক অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে ডর্ম-এ তে গেলেন। বিরাট জনতায় ডর্ম পরিপূর্ণ। গুরুদেবের সাক্ষাৎ পেতে প্রত্যেকেই খুব আগ্রহী। গুরুদেব সিটিং দেবার পর বক্তব্য রাখলেন। তিনি প্রধানতঃ 'মুদা ভক্তি' (অন্ধ ভক্তি) বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং বললেন যে এ এক প্রকৃত সমস্যা এবং এর ফাঁদে যেন কেউ না পড়েন। পরিবর্তে লোকের উচিত সহজ মার্গ নির্ধারিত পন্থা অনুশীলন ও তার উপকার অনুধাবন করা। সত্যিকারের উন্নতির জন্য পুরানো পূজা পদ্ধতি ও প্রথা পরিহার করা। গুরুদেব ধীরে ধীরে অসংখ্য মানুষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে কুটিরে ফিরে গেলেন।

এক বৃদ্ধা বোনকে উপহার হিসাবে দেবার জন্য বিকালে একটা হুইল্ চেয়ার কেনার ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যায় আশ্রমে গিয়ে তাকে উপহারটি দিলেন।

এটা একটা সুন্দর মুহূর্ত যখন আমরা দেখি তাঁর পরিচিত এক বৃদ্ধা মহিলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও চিন্তা। তারপর গুরুদেব গল্ফ্ কার্টে করে অগ্রসর হয়ে একদল অভ্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ক্যান্টিনের বাইরে থামতে কিছু স্ন্যাক্স্ ক্যান্টিন থেকে আনা হলে, তিনি কিছু নিয়ে আশপাশের অভ্যাসীদের বিতরণ করলেন। তারপর গুরুদেব কুটিরে ফিরে এলেন ও কাজে লিপ্ত হলেন।

শনিবার, ২৩ জুন, ২০১২

তিরুপুর থেকে আসা প্রায় ১৫–২০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন এবং গুরুদেব তাদের মধ্যে দুজনের সাথে শোবার ঘরে কথা বলছিলেন। তারপর তিনি সকলের সাথে দেখা করলেন এবং জানালেন যে প্রাতরাশের পর তিনি আবার তাদের সাথে দেখা করবেন। তারপর উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। প্রাতরাশের পর গুরুদেব হলে এলেন এবং সব অভ্যাসী তাঁকে ঘিরে চারপাশে বসলেন। তিনি বললেন, "আমাকে প্রশ্ন করুন।" এটা একাধিকবার বললেন যাতে আসন্ন উৎসব সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ নিরসন হয়।

এক অভ্যাসী গুরুদেবকে বললেন, 'কাজের সম্মুখবর্তী হলে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং মেজাজ গরম হয়ে যায়।' গুরুদেব উত্তরে বললেন, যখনই আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেবেন, তখনই কয়েক পা পিছিয়ে আসুন, কয়েকটা গভীর শ্বাস নিন অথবা উপরে আকাশের দিকে তাকান, তারপর সিদ্ধান্ত নিন। আপনার থামতে পারার শিক্ষা দরকার। গুরুদেব গভীর শ্বাস নিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে নিজে করে দেখালেন কিভাবে করতে হয়। তারপর তিনি বললেন, "কাজ বিপথে চালিত করতে পারে, সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।"

রবিবার, ২৪ জুন, ২০১২

প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী চলা সকালের সৎসঙ্গের সময় গুরুদেব ভ্রাঃ কমলেশকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। সৎসঙ্গের শেষে ভ্রাঃ কমলেশ অসুস্থতা বোধ করছিলেন। এরপরই তিনি এক সপ্তাহের বেশি সময় ভাইরাস সংক্রমনে অসুস্থ হয়েছিলেন।

২৫–২৯ জুন, ২০১২

সপ্তাহের অধিকাংশ সময় গুরুদেব সুস্থ ছিলেন না। তিনি বিশ্রামে ছিলেন এবং কোন অভ্যাসীর সাথে দেখা করেন নি।

শুক্রবার রাতের আহারের পর গুরুদেব একা বসে শোভা গুর্তুর গাওয়া 'মাহ্রো প্রনাম' শুনছিলেন। তিনি একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে নিঃশব্দে বসে গানটি শোনা উপস্থিত সকলের কাছে এক মধুর অভিজ্ঞতা।

রবিবার, ১ জুলাই, ২০১২

গুরুদেব সকাল সকাল প্রস্তুত হয়ে সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন। সৎসঙ্গের পর প্রাতরাশ খেয়ে ভ্রাঃ অদিত্য ও তার মা ভঃ সুজাতার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। আদিত্য গুরুদেবের ভাইয়ের নাতি। তাঁরা পরিবারের একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে ভারতে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আদিত্যের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ মনোযোগ পরিলক্ষিত হোল।

গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। একজন অভ্যাসী বললেন যে, ওটা এক ঘন্টা ৫ মিনিট ধরে হয়েছিল। গুরুদেব সংশোধন করে বললেন, এক ঘন্টা ৭ মিনিট। তিনি আরও বললেন যে, ওটা একটা অসাধারণ সিটিং। তিনি অনুভব করছিলেন তিনি যেন ভিন্ন এক ছায়াপথের কোথাও অন্ধকার গর্তে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন।

অলোচনার পর গুরুদেব হোসুর থেকে আসা অভ্যাসীদের সাথে দেখা করে বাসস্থানের উপনিবেশের জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র তাদের হাতে তুলে দিলেন। প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী ছিলেন। গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তিনি বিশ্রাম নিলেন এবং প্রায় সন্ধ্যা ৭ টায় উঠলেন। প্রস্তুত হয়েই কোলকাতা থেকে সদ্য আসা বড় একদল অভ্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাৎটা হল তাঁর শোবার ঘরে এবং সম্পূর্ণ নীরবে।

কেউ কথা বললেন না এবং নীরব যোগসূত্রে গুরুদেবের ভালোবাসা সকলেই অনুভব করলেন।

গুরুদেব আশ্রমের কিছু নির্মাণ কার্য টিভির পর্দায় দেখলেন। তারপর অফিস ঘরেই রাতের খাবার খেয়ে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত একজন অভ্যাসী পরিবেশিত 'অরংগীত্রম' নাচ দেখলেন।

৩ জুলাই মঙ্গলবার গুরুপূর্ণিমা। এই শুভদিনে গুরুদেবের আশীর্বাদ পাবার জন্য সকাল ৬ টা তেই প্রচুর অভ্যাসী কটেজে সমবেত হয়েছিল। তিনি ধৈর্য–সহকারে প্রত্যেকের সাথে দেখা করে আশীর্বাদ করলেন । তিনি বললেন, "যখন আমি আমার গুরুর কাছে গিয়েছিলাম, গুরুপূর্নিমা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তখন আমার বয়স চল্লিশ। বাবুজি আমায় বললেন, আমি যেন ৪০ গুন দ্রুত বেড়ে উঠি। আমি সেই রকমই সকলকে আশীর্বাদ করছি।"

এক ঘন্টা স্থায়ী সকালের সৎসঙ্গের পর গুরুদেব ৯ টি বিবাহ সম্পন্ন করান। তারপর দুটো ভজন শুনে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আজ খুবই কাজের চাপ। প্রত্যেকেই চাইছিল গুরুদেবের সাথে দেখা করতে। কিন্তু তিনি ক্লান্ত হওয়ায় বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন।

রবিবার, ৮ জুলাই, ২০১২

এই সপ্তাহের অধিকাংশ সময়ই গুরুদেব অসুস্থ হন। ৯ তারিখে তিনি গায়ত্রী গেলেন এবং সপ্তাহের শেষে আশ্রমে ফিরবেন ঠিক করলেন।

গায়ত্রীতে তিনি বেশ ভালো মেজাজে ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য রোজই প্রায় কখনও ভাল কখনও মন্দ। খুবই দুঃখের ব্যাপার যে তাঁর স্বাস্থ্যের এইরকম হঠাৎ পরিবর্তন। গতরাতে অসুস্থ বোধ করায় তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। সকাল বেলায় তিনি অবিশ্বাস্য রকমের হাসিখুশি মেজাজে ছিলেন। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিরুপুরে উৎসব কমিটির উদ্দেশ্যে এক বার্তা পাঠালেন। তিনি বলনেন, "কাজের এরকম দ্রুত উন্নতিতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কাজ যখন ভালোবেসে করা হয় সমগ্র প্রকৃতি সহযোগিতা করে। আমি সবসময় সেই গর্ভধারিণীকে স্মরণ করি যিনি শারীরিক সমস্ত দুঃখ–যন্ত্রনাকে সহ্য করে তাঁর সন্তানকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেন। এর পিছনে থাকে তখনও অজাত সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সোনালি আশা ও ভবিষ্যৎ সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা। আমি প্রার্থনা করি ঐ রকম ভালোবাসা আমাদের সকল অভ্যাসীর উপর বর্ষিত হোক।" গুরুদেব তারপর জননী বলতে কি বোঝায় তা বিস্তারিত আলোচনা করলেন এবং জননীকে "জীবনের বৃক্ষ" বলে অভিহিত করলেন। তিনি একটা গাছ এঁকে তাঁর বাণীকে চিত্রায়িত করলেন।

গুরুদেব আশ্রমে ফিরলেন ১৪ জুলাই শনিবার। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ১৫ তারিখে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর জন্মদিনের উৎসবে তিরুপুর যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

ঠিক ছিল গুরুদেব ১৬ জুলাই একটা সংবাদ মাধ্যম উদ্বোধন করবেন ; কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় ভ্রাঃ কমলেশ সেটা উদ্বোধন করলেন। সংবাদ মাধ্যম কক্ষটি নির্মিত হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে। তাতে কয়েকটি ঘনকাকার স্থান , আই টি সার্ভার এলাকা এবং অডিও রেকর্ডিং করার একশ শতাংশ শব্দ নিরোধক ঘর আছে।

প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে তাঁর অসুস্থতা চললো। এখন তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। জুলাই এর শেষ পর্যন্ত দর্শন প্রার্থীদের জন্য আশ্রম বন্ধ ছিল। যে সমস্ত অভ্যাসী তিরুপুরের উৎসবের পর মানাপাক্কাম আসার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা করতে বলা হল। গুরুদেবের চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের রিপোর্ট, তাঁর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খবর এবং তাঁর আরোগ্যের ক্রমোন্নতি সকল অভ্যাসীকে জানানো হচ্ছিল। আমরা আমাদের সমস্ত ভাই– বোনদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন আমাদের একান্ত প্রিয় গুরুদেবের দ্রুত আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে প্রার্থনা করে যান।

নতুন প্রকাশনা

তিরুপুরে গুরুদেবের ৮৬ তম পুণ্য জন্মদিন অনুষ্ঠানে ২০টি বই ও ৮টি অডিও–ভিডিও প্রকাশিত হয়। গুরুদেবের বেশ কিছু বিশেষ ফটোগ্রাফ কাচ, ক্যানভাস ও সিল্ভারি প্লাই এর উপর বাঁধিয়ে প্রকাশ করা হয়। এগুলির বুকিং এখনও খোলা আছে এবং প্রি–অর্ডার সাপেক্ষে পাওয়া যাবে। ইচ্ছুক অভ্যাসীরা july24.photos@gmail.com এ যোগাযোগ করতে পারেন। ফটো গ্যালারীতে আরও শত শত বিভিন্ন দামের ও মানের ফটোগ্রাফ পাওয়া যাচ্ছে।

Audio-Video Releases

Whispers French MP3

He, Hookah & I English - DVD

Sahaj Marg Meanderings English DVD

Master's Talks to Preceptors - Vol. I & Vol. II - English MP3

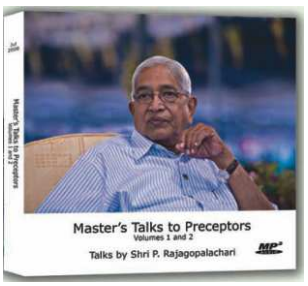

Master's Talks in Chennai and Coimbatore - Tamil DVD

The Eternal Power of Love - Vol. I - English DVD

Master's Choice Vol 4 MP3

Inner Reflections Vol. II English MP3

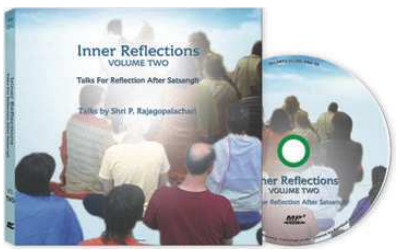

New Books

He, the Hookah and I English

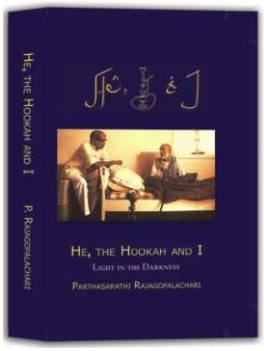

Commentary on Ten Maxims of Sahaj Marg

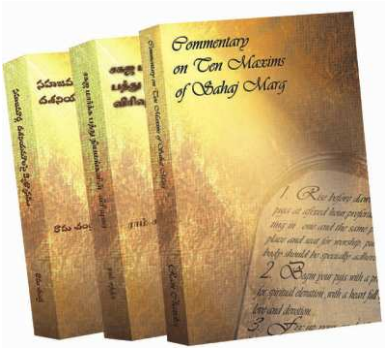

Abhyasi Diary

Prefect Directory

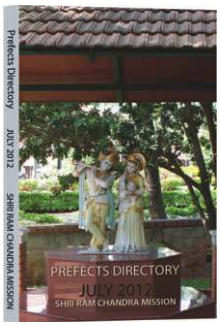

Comic book - Timothee

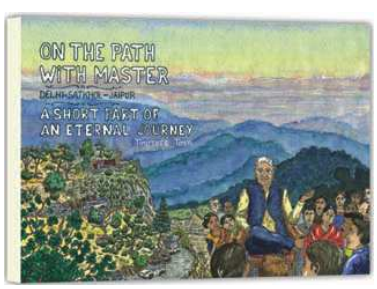

Messages Universal II

Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam

The Principles of Sahaj Marg - Vol 15

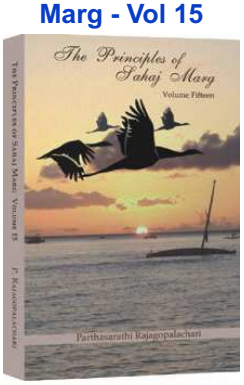

The Pursuit of the Inner Way

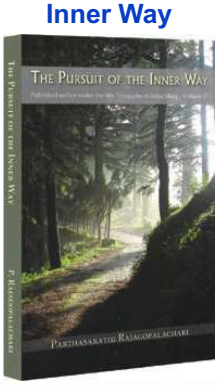

গুরুদেবের ৮৬ তম জন্মদিন উৎসব

আসাম –ডিব্রুগড়ের অভ্যাসীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই উৎসব পালন করেন। একটি শিশু 'শুভ জন্মদিন' বাজালো এবং এক বোন ভজন গাইলেন। ভি–সি–ডি তে গুরুদেবের দুটো সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর প্রাতরাশ ও প্রসাদ বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এলাহাবাদ– সৎসঙ্গের পর শিশুদের পরিবেশিত নৃত্য, বোনেদের পরিবেশিত গুরুদেবের প্রিয় ভজন, যুবদল পরিবেশিত গুরুদেবের জন্মদিনের গান এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রায় ৬০০ অভ্যাসী গান গেয়ে গুরুদেবকে শুভেচ্ছা জানায়। ধ্যানকক্ষের চারপাশে অভ্যাসীরা নিম চারা রোপন করেন। বোন নিশা ও তাঁর দল একটা পারস্পরিক আলোচনার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সন্ধ্যাবেলার সৎসঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

লখ্নৌ– তিনদিনের অনুষ্ঠানে ২০০–র বেশী অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন। ২৩ জুলাই সকালবেলার ধ্যানের পর চিন্তামূলক আলোচনা এবং কতিপয় অভ্যাসীর অভিজ্ঞতা পরিবেশিত হয়। ২৪ তারিখে প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও ৩০০ জন অভ্যাসী আশ্রমে হাজির হন। প্রাতঃকালীন ধ্যানের পর শিশুদের পরিবেশিত অনুষ্ঠান অভ্যাসীদের হৃদয় স্পর্শ করে। একটা নাটক শ্রোতাদের বিমোহিত করে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে গুরুদেবের জন্মদিন পালন করেন। শোনপতে তিনদিনের অনুষ্ঠান হয় এবং প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করেন। সৎসঙ্গ ছাড়াও গুরুদেবের সি ডি, লালাজীর জীবনের ভিডিও এবং ডি ভি ডি চালানো হয়। পাতিয়ালায় শিশুদের অঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনদিন তিনটি সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডিগড়ে প্রায় ৫৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহন করেন। সন্ধ্যায় গুরুদেবের স্বাস্থোন্নতির খবরে সকল অভ্যাসী উৎফুল্ল হয়।

কোলকাতা আশ্রম

প্রায় ৩০০ জন কোলকাতা থেকে এবং ঝাড়খণ্ড, ব্যাণ্ডেল, শান্তিপুর প্রভৃতি আশপাশের কেন্দ্র থেকে ৫০ জন অভ্যাসী ২৩ থেকে ২৫ জুলাই এর উৎসবে যোগদান করেন। ২৪ তারিখে রবীন্দ্রসংগীত, ভজন, গুরুদেবের ভ্রমণের ভিডিও, বয়স্কদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, এই পদ্ধতি অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা এবং আধ্যাত্মিক সমাবেশে যোগদানের গুরুত্ব পরিবেশিত হয়। সহজমার্গ পদ্ধতির বিষয়ে একটা পারস্পরিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেবের হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় আলোচনা এবং গুরুদেবের 'ডাউন মেমারি লেন' এর পরিবেশনায় সকলেই প্রিয় গুরুদেবের স্মৃতিতে মগ্ন হন।

রাজস্থান

জয়পুর: প্রায় ২৮০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সকাল ৭.৩০ মিনিটে ও বিকাল ৫ টায় ৩ দিন সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬৫ জন শিশুও উপস্থিত ছিল। ২৪ তারিখে শিশুরা গান করল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করল। ভ্রাঃ তরুণ, ভঃ অঞ্জলি এবং ভ্রাঃ অনিল সহজমার্গের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। ২৫ জুলাই সৎসঙ্গের পর ভঃ রমা কোচের বাবুজী মহারাজের প্রসংশায় একটা ভক্তিমূলক গান গাইলেন।

উদয়পুর: প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের জীবনী পাঠ করা হল। তারপর সহজমার্গের সুফলতা নিয়ে আলোচনা হল। ভগিণীদের ভজন পরিবেশন করার পর একটা যৌথ আলোচনা হল। শিশুরা নানারকম কবিতা বলল। সমস্ত অভ্যাসীরা এক অধ্যাত্মিক খেলা খেললেন এবং পরে তাদের 'পিক্ ও স্পীক্' বিষয় দেওয়া হয়।

যোধপুর: তিনদিনের উৎসবে ২৭৫ জন অভ্যাসী যোগদান করেন। অভ্যাসীরা ভজন গাইলেন এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করলেন। আধ্যাত্মিকতায় সাধনাই হল সমস্ত অসুস্থতার ওষুধ, এ বিষয়ে আলোচনা হল। সহজমার্গে যোগদানের পর তাদের অভিজ্ঞতার কথা অভ্যাসীরা বললেন। সকলেই গুরুদেবের স্বাস্থ্য কামনায় প্রার্থনা করলেন।

আজমীর: ৭.৩০ মিনিটের সৎসঙ্গে ৪৮ জন অভ্যাসী জমায়েত হন। গুরুদেবের ভিডিও ভাষণ, হুইস্পারের বিশেষ বার্তা ও গুরুদেবের ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়। অভ্যাসী ও শিশুদের ভজন ও কবিতা এবং চারিজী ও তাঁর জীবনের উপর কুইজ্ অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ভ্রাঃ পি.কে. অরোরা আধ্যাত্মিক সমাবেশে যোগদান করার গুরুত্ব সম্পর্কে বললেন। বেলা ১১টার সৎসঙ্গের পর ভিডিও ভাষণ শোনানো হয়। সন্ধ্যাকালীন সৎসঙ্গ ভ্রাঃ পি.কে. অরোরার বাড়ীতে হয়।

অল্ওয়ার: অল্ওয়ার ও নিকটবর্তী জায়গা রাজগড়, খৈরথাল, কট্পুট্লি, বন্দীকুই, মাহ্য়া ও পিল্য়ার থেকে ১৬০ জন অভ্যাসী অল্ওয়ার যোগাশ্রমে ২৩ থেকে ২৫ জুলাই উৎসবে যোগদান করেন। অভ্যাসীরা গুরুদেবের জীবনী থেকে তাঁর নিঃস্বার্থপরতা, প্রেম ও সেবার মত চারিত্রিক গুণাবলী স্মরণ করেন।

শ্রীগঙ্গানগর: প্রায় ১৩০ জন অভ্যাসী ও ৩০টি শিশু ভ্রাঃ পি.কে.মিধার বাড়িতে হাজির হন। প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের জীবনী পাঠ করা হয়। কবিতা আবৃতি ও 'গুরু পূর্ণিমা'র উপর ভিডিও দেখানো হয়। সন্ধ্যায় শিশুরা গান করে ও কবিতা বলে।

ভীলওয়াড়া: সকাল সাড়ে সাতটার সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের পছন্দের ভজন পরিবেশিত হয়। অভ্যাসী ও তাদের ছেলেমেয়েরা কিছু কবিতা ও ভজন পরিবেশন করেন। 'সত্য কা উদয়' থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে 'ইন্সান বনো' সিডি দেখানো হয়। প্রাতঃকালীন ধ্যানে ৫০ জন এবং সন্ধ্যায় ২১ জন অভ্যাসী উপস্থিত হন।

বাণী প্রচার .....

শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করা, কাশীপুর উত্তরাখণ্ড

এক পূর্ণ দিবস কার্যক্রমে অভ্যাসীদের ৩টে দলে ভাগ করে বলা হল – নতুন অভ্যাসীরা সাধারণতঃ যে সব প্রশ্ন করে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে। তখন দুজন অভ্যাসী মুখোমুখী বসে একটা নকল অধিবেশন করলেন। অনেক প্রশ্নই উঠে এলো, আর আমরা বুঝতে পারলাম যে, অভ্যাসের মূলকথা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন অভ্যাসীদের কী বলতে হবে।

এরপর এক অভ্যাসী যিনি স্কুল পরিচালনা করেন, একদল শিক্ষককে অনুপ্রাণিত করলেন এবং ৭ আগস্ট একটা ছোট জমায়েতের ব্যবস্থা করা হল। ইতিমধ্যে, শিক্ষকদের সহজমার্গ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল, আর তার সঙ্গে কিছু পরিচয়পত্র দেওয়া হল। ছোট ছোট ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের মধ্যে মিল ও অমিল ব্যাখ্যা করা হল। তারপর ধর্ম থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রগতি এবং শেষে এই অভ্যাসের বোঝাপড়া সম্পর্কে বলা হল। ভাষণ ভালোভাবে গৃহীত হল এবং অধিকাংশ শিক্ষক সোচ্চারে বললেন যে তারা এই ধারণার কথা পূর্বে কোনদিন শোনেন নি।

এটা লক্ষ্য করা গেল যে, বিরাট মুক্ত আলোচনা চক্রের তুলনায় ক্ষুদ্র দলের কাছে বিষয়টা আলোচনা করা অনেক সহজ ও আরামদায়ক। ১৫ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে এই আলোচনা সভা দেড় ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এই সভা সমাপ্ত হয়।

ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়, কলকাতা

১২ আগস্ট কলকাতা আশ্রমে হেরিটেজ্ ইন্স্টিট্যুট্ অব্ টেক্নোলজির একদল উৎসাহী নতুন অভ্যাসীদের জন্য একটা মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর CiC ভ্রাঃ মিশাল মেহ্তা সহজমার্গের মূল নীতির উপর এক ব্যাপক উপস্থাপনা করেন। তিনি আলোচনা শুরু করলেন এই বলে যে, কিভাবে মানুষ তার আর্থ–সামাজিক বুদ্বুদ্কে তার প্রকৃত জগৎ মনে করে এবং ফলে 'প্রকৃত সৃষ্টি' তার কাছে অজানা থেকে যায়। তিনি যোগ ও ধ্যান সম্পর্কে বললেন এবং বহু উদাহরণসহ ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করলেন।

এরপর ৪ জন তরুণ অভ্যাসী ইঞ্জিনীয়রকে মিশনে যোগদান করার কারণ এবং এ পর্যন্ত তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন–উত্তর পর্বের মাধ্যমে। উপস্থিত প্রায় ৭০ জনকে সহজমার্গের পরিচয় জ্ঞাপক ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৩০ জন হেরিটেজের ছাত্র, বাকী সব নতুন অভ্যাসী। অনুষ্ঠানে সদর্থক সাড়া পাওয়া যায় এবং কয়েকজন সিটিং নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

পুলিশ অফিসারদের প্রতি সম্ভাষণ, মহীশূর

১৬ আগস্ট, ২০১২ মিশনের যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি. দুরাইকে মহীশূরের কর্ণাটক পুলিশ অ্যাকাদমি থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সদ্য নিযুক্ত ৩৯ জন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ ও ১৯ জন সাব্–ইনস্পেক্টরের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার জন্য। অ্যাকাদেমীর নির্দেশক ও ইন্স্পেক্টর জেনেরাল অব্ পুলিশ, শ্রী অমর কুমার পাণ্ডে, আই.পি.এস্, বক্তার পরিচয় দিলেন একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে যিনি ১৯৯৬–৯৭ এ কর্ণাটক রাজ্যের DGP হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন পুলিশ অফিসারদের এক 'রোল মডেল'।

ভ্রাঃ দুরাই "পুলিশ অফিসারদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি"র উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি গুরুদেবের শিক্ষা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেন এবং এ প্রসঙ্গে কেমনভাবে কর্ম আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে ও আমরা নিজেরাই কেন আমাদের চিন্তা ও কর্মের জন্য একমাত্র দায়ী তার উপর জোর দেন। তাঁর পুলিশি কর্মজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেন। হৃদয়ের প্রতি গভীর মনোযোগ রেখে নির্ভয়ে ও পক্ষপাতশূন্য ভাবে তাঁর কর্তব্যের প্রতি আহ্বান শ্রোতাদের ওপর সুগভীর ছাপ ফেলেছিল বলে মনে হয়।

খ্রীষ্টের বাণী ও ভগবদ্ গীতা থেকে উদ্ধৃতি শ্রোতারা সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছিল এবং বক্তার সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনায় ও প্রশ্নোত্তরে তাদের মতবাদ ব্যক্ত করতে সাহস করেছিল। এই অনুষ্ঠান ৯০ মিনিট চলেছিল এবং গুরুদেবের উপস্থিতি ও অনুপ্রেরণা সবসময়ই অনুভূত হয়েছিল।

তিরুপুর আশ্রমে মুক্ত আলোচনা চক্র

পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১২ আগস্ট ২০১২ তিরুপুর চেট্টিপালিয়ম্ যোগাশ্রমে প্রায় ৭৫ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তি জমায়েত হয়েছিলেন। CiC ভ্রাঃ রবি সুব্বিয়ান অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন ও সাধনা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বললেন কিভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে তারা প্রথম সহজমার্গে এলেন এবং কেমনভাবে তারা এই সাধনায় উপকৃত হয়েছেন।

৫০ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তি ঐদিনেই তাদের প্রথম সিটিং নিলেন এবং সিটিং শেষ করতে সেদিন বিকেল ৪টে হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই অনুভব করলেন যে এই ধরনের বিপুল সাড়া একমাত্র গুরুদেবের আশীর্বাদেই সম্ভব।

যুব কার্যক্রম, মহীশূর

১২ আগস্ট, ২০১২ UN আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রায় ৩০ জন যুবক আগের দিন সন্ধ্যায় মহীশূর আশ্রমে পৌঁছায়। যাত্রাপথেই তারা একে অপরকে চেনার সুযোগ পেয়েছিল এবং নৈশভোজের সময় প্রত্যেক যুবককে এমন একজনের পরিচয় দিতে বলা হয়েছিল যার সাথে সে প্রথম সাক্ষাৎ করছে। এরপর সর্বজনীন প্রার্থনা ও পরে 'কিংস্ স্পীচ্' সিনেমা দেখানো হয়।

পরদিন ব্যক্তিগত ধ্যানের পর ক্রিকেট, আশ্রমে দীর্ঘ পদযাত্রা ও অন্যান্য কিছু খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল। মহীশূর কেন্দ্র থেকেও কিছু যুবক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছিল। সকালের সৎসঙ্গ ও প্রাতঃরাশের পর সাড়ে ন'টায় LMOIS এর প্রাক্তনীদের উদ্দেশ্যে গুরুদেবের ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গুরুদেবের ভাষণের উপর এক আলোচনা হয় ভঃ প্রিয়া হেগ্ড়ের তত্ত্বাবধানে।

অংশগ্রহণকারীদের দুটো দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে একটা করে আলু দিয়ে তাকে তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে বলা হয় ও দলের সাথে তার পরিচয় করাতে বলা হয়। ফলে চিন্তাশক্তি ও সৃজনীশক্তি মিলে জীবনের আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণে বেশ কিছু কৌতূকপ্রদ কাহিনী তৈরী হয়। অল্প বিরতির পর 'পিক্ ও স্পীক্' পর্বে প্রত্যেককে গুরুদেবের উদ্ধৃতি থেকে দুমিনিট বলতে বলা হয়। এরপর দল ভেঙে বিভিন্ন টিমের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের উপর কুইজ্ অনুষ্ঠিত হয় ভঃ অনন্যার তত্ত্বাবধানে।

সর্বোপরি অনুষ্ঠানটি ছিল সংক্ষিপ্ত, যথাযথ ও ফলপ্রসূ। প্রত্যেকে আত্মসমীক্ষা করার ও অভ্যাসী ভাই বোনেদের জানার সুযোগ পেয়েছিল

অঙ্কন অনুষ্ঠান, ভিলওয়ারা, রাজস্থান

গ্রীষ্মকালীন অবকাশে ৮ –১৬ বছরের বাচ্চাদের জন্য 'প্রকৃতি' বিষয়ের উপর অঙ্কন প্রদর্শন ও ১৮ –৩০ বছরের যুবাদের জন্য 'প্রত্যাশা' এই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৮ জুলাই ফলাফল ঘোষিত হয়েছিল এবং প্রতিটি চিত্রকর্ম ধ্যানকক্ষে প্রদর্শিত হয়েছিল। এক প্রতিযোগীর আঁকা ছবি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যেখানে এক শিশু, এক গ্রামবাসী ও এক শহরবাসীর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল।

যুব কার্যক্রম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা আশ্রমে ১৮–৩৫ বছরের প্রায় ১০০ জন অভ্যাসীর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে মাত্র ১৫–২০ জন নিয়মিত রবিবারের সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকে ও আশ্রমের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করে। তাদের একত্র করার উদ্দেশ্যে ও আশ্রমের কাজে অনুপ্রাণিত করতে, কিছু অভ্যাসী এক পরিকল্পনা নিতে উদ্যোগী হন।

অভ্যাসীদের থেকে নানারকম প্রস্তাব পাওয়া গেল – প্রত্যেক দলের ডাটাবেস তৈরী করা, প্রত্যেক সপ্তাহে সৎসঙ্গের পর বই পড়ার ব্যবস্থা করা, বাইরের খেলাধূলা ক্রিকেট ইত্যাদি। যুব অভ্যাসীদের নাম লিপিবদ্ধ করায় উৎসাহিত করতে পর পর তিনটি রবিবার এক যুব বুথ খোলা হয়েছিল।

তারপর, জুলাই ২০১২ থেকে প্রত্যেক রবিবার দু'ঘন্টা সাধারণ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভ্যাসী সংখ্যা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বাড়ছিল। এই ধরণের আলোচনা পর্বে পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধনার মুখ্য বিষয় ও অভ্যাসীদের আত্মপরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। দলবদ্ধ ভাবে গুরুদেবের ভাষণ পাঠের মাধ্যমে অভ্যাসীরা আত্মসমীক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। আশা করা যায় গুরুদেবের নির্দেশিত পথে এই যুবসম্প্রদায় পরিণত হয়ে উঠবে।

দিল্লি আঞ্চলিক আশ্রম

জ্যোতির্কেন্দ্র

দিল্লি শহরের কেন্দ্রবিন্দু আর.কে.পুরমে এক আশ্রম আছে এবং আর এক আশ্রম অবস্থিত দিল্লি–হরিয়ানা সীমানায়। এই ২য় আঞ্চলিক আশ্রমটি সাধারণতঃ গুরগাঁও আশ্রম নামে পরিচিত। এই আশ্রম দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১২ কিমি ও অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর থেকে ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত।

২০০১ সালের ১৫ জুন গুরুদেব ৬.৫ একর জমির উপর এই আশ্রম উদ্‌ঘাটন করেন। ধ্যানকক্ষে প্রায় ২০০০ অভ্যাসী একসাথে বসতে পারে। প্রথমে মানাপাক্কাম আশ্রমের পুরানো অ্যাস্‌বেস্‌টর ও লোহার ট্রাস্‌ ছাদে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, অ্যাস্‌বেস্‌টর পরিবর্তন করে ধাতব শীট্‌ লাগানো হয় এবং পুরানো ধ্যানকক্ষ উভয়দিকে বর্ধিত করা হয়। প্রচণ্ড গরমে ছাদের উপর জল ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ছাদের উপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ধ্যনকক্ষের ভিতরে গরম কম অনুভূত হয়।

গুরুদেবের অফিস ধ্যানকক্ষের এক ধারে যেখান থেকে উজ্জ্বল সবুজ লন্‌ চোখে পড়ে। গুরুদেব তাঁর পরিদর্শনের সময় এখানে বসেন। ২০ এপ্রিল, ২০০৮ গুরুদেব এই গৃহের উদ্‌বোধন করেন এবং সামনে দুটো চারাগাছ বসান। তিনি গুরু দ্রোণাচার্যের মুর্তি উন্মোচনও করেন। মনে করা হয় যে দ্রোণাচার্যের (গুরু + গাঁও) নাম থেকেই গুরগাঁও নামের উৎপত্তি।

আশ্রমের এক কোণে বড় রান্নাঘর যার একাংশ ক্যান্টিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক আধুনিক শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে যেখানে বড় সমাবেশের সময় আরও শৌচাগারের ব্যবস্থা সম্ভব। আশ্রমে যথোপযুক্ত গাড়ী রাখার ব্যবস্থা আছে। এক প্রধান প্রবেশপথের কাছে শিশুকেন্দ্র ও পুস্তকভাণ্ডার আর বাইরে বাচ্চাদের খেলার জায়গা। আশ্রমের অর্ধেকের বেশী জায়গা বিভিন্ন সময়ের জৈব শাকসব্জি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। চারজন মালী ও এক তত্ত্বাবধায়ক তাদের পরিবার নিয়ে আশ্রমেই বসবাস করেন। এই আশ্রম থেকেই মিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা নিকটবর্তী কেন্দ্রেগুলিতে বিতরণ করা হয়। মাসের প্রথম রবিবার এখানে পূর্ণ দিবস কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ মে, ২০০৯, আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পরই গুরুদেব বিশ্বব্যাপী সৎসঙ্গের সময় সকাল ৭.৩০ মিনিটে পরিবর্তন করেন। গুরুদেব মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের উপর জোর দেন এবং বলেন, "আমি আপনাদের মধ্যে এই সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছা করি যে আমরা জীবনে যা কিছু করি –শ্বাস নিই, খাই, পান করি, কাজ করি, বিশ্রাম নিই, ঘুমাই– সবকিছুই অবশ্যই বেঁচে থাকার নিয়মে এবং বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে আমরা মনুষ্য স্তর থেকে ঐশী স্তরে উন্নীত হতে পারি"।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.